কিরাতার্জ্জুন

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

প্রেসিডেন্সি থিয়েটরে অভিনীত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন প্রণীত

৬৯ নং মস্‌জিদ বাড়ি ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৩ নং রাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেস

শ্রীঅমৃত লাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৯।

উপহার।

—+০+—

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ ঘোষ

মহাশয় মদনুকুলবরেষু।

দেব!

কবিতা কঠিন ক্ষেত্রে যোগ্যতার ফল,

ক্ষুদ্র এই,

তব করে করি সমর্পণ।

ডায়মন হার্বার
নিতাড়া
সন ১২৮৯ সাল

অনুগত
শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।	স্ত্রী ।
যুধিষ্ঠির ।	দ্রৌপদী ।
অর্জ্জুন ।	পার্ব্বতী ।
ইন্দ্র ।	কুচনিদ্বয় ।
মহাদেব ।	কিরাতা ।
নন্দি ।	উর্ব্বশী ।
নারদ ।	মেনকা ।
কিরাত ।	রম্ভা ।
যম ।	অপ্সরাগণ ইত্যাদি ।
বরুণ ।	
কুবের ।	
মাতুলি ।	
চিত্রসেন ।	

তাপসগণ, প্রমথগণ, অপ্সর, অপ্সরা,

কিঙ্কর, দ্বারপাল ইত্যাদি ।

কিরাতার্জ্জুন।

(পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কাম্য-কানন।

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন।

যুধি। আছ স্থির ধর্ম্ম-ব্রতে ভাই ধনঞ্জয়,
কাঁদ কি অন্তরে কভু পাণ্ডব দুর্গতি লাগি!
কাঁদে ভাই বৃকোদর,
কাঁদেও নকুল কভু সহদেব সনে,
পাঞ্চালি কাঁদিল দেখি সবার বিক্রম।
উগ্রনাসে,—উগ্রবীর, অন্যায় কীর্ত্তন গায়
তাড়িবারে প্রবলবাহিনী কুরু;
রথি যায় ভীষ্ম দেব,
দ্রোণগুরু সংগ্রাম নায়ক,
কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থমা, ভুরিশ্রবা আদি

বীর্য্যবান রথি সব দুর্য্যোধন পক্ষ;
আমার ভরসা মাত্র তোমার গাণ্ডীব
কিন্তু দিন এ নয় সে দিন!

অর্জ্জু। কাঁদি দেব অস্ত্র হেতু;
আশা শঙ্কা পূর্ণকাম হবো কত দিনে,
কোথায় শিখিব বাণ,
কেবা রণগুরু,—গুরুর প্রধান,
কি মন্ত্রে তুষিব তাঁরে দিব্য অস্ত্র লাগি।

যুধি। দ্বৈতবনে. দেবগুরু পিতামহ আসি
আদেশিলা কাম্যবনে করিতে আশ্রয়,
প্রতিস্মৃতি মন্ত্র দিক্ষা দিলা ঋষিরাজ,
লভিলাম দিব্য চক্ষু।
কহিলা গোঁসাঞী মন্ত্রে মোহিনী সন্ধান,
ধনঞ্জয় ভাই তব মূর্ত্তিমান নর-ঋষি।
ত্রিলোক জিনিবে পার্থ এই মন্ত্র বলে।

অর্জ্জু। দেহ দেব! মন্ত্র দাসে, অবিরাম জপি
কাম্য পত্রে যাই যথা কাম্যের সোপান।

যুধি। প্রতিস্মৃতি মন্ত্র নহে সামান্য রচন।
কহিলা তাপস পুন,
হিমাদ্রি শিখর,—দেবের সমাধিক্ষেত্র,
যথা উগ্রতপে, জাগাইলে যোগপতি,
সংহার শিক্ষক শিবে,
শিক্ষা লাভ হয় মনোমত।

অর্জ্জু। উচিত আদেশ দিলে মঙ্গল দেবতা

দেহ মন্ত্র হিমাচলে যাই
যথা শিব শক্তিধর;
শিখিব সংহার শিক্ষা করি উগ্রতপ।

যুধি। কঠিন, কঠিন ব্রত ভাই রে সে তব,
পাণ্ডবের দিন নহে সুদিন এখন।

অর্জ্জু। কেন দেব অনিষ্ট ভাবনা,
ইষ্ট মন্ত্রে, ইষ্টদেব করিব সহায়,
চক্রভার, চক্রি অনুকূল!

যুধি। বীরের কর্ত্তব্য কাজে বারিব না আর,
যাও ভাই দিব্য পথে,
রেখো মনে পশ্চাতে তোমার,
বিজনে পাণ্ডব দীন, চেয়ে পথ পানে।

[মন্ত্রদান ও প্রস্থান।

অর্জ্জু। কর্ত্তব্য সোপানে যাই
রক্ষা করো ধর্ম্মরাজে বিজনবান্ধব।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

দ্রৌ। একি নাথ!
বিজনে এ বীর-সাজ কি লাগি এখন?

অর্জ্জু। কোথা সাজ সুলোচনে!
নাই অস্ত্রপূর্ণ তূণ;
এ সাজ সাজাই থাকে ধানুকী যে জন।

দ্রৌপ। সুন্দর দেখায় সাজে, সুদিনে হে বীর?
এদিনের দীনবেশ বেশতো দেখায়।

অর্জ্জু। এ হতে কি দীনবেশ আছে বীরবালা
পাণ্ডবের পক্ষে!
সামর্থ-বিহীন পার্থ তাই লাঞ্ছ মোরে;
লাঞ্ছিতে হবে না আর,
সামর্থ লভিতে যাই, হিমাদ্রি শিখর
যথা রণগুরু দেব ত্রিপুরারি।
উগ্রতপে, উগ্রদেবে তুষিব একান্ত,
আশুতোষ, আশুফল দাতা।

দ্রৌপ। কঠিন তুহিনক্ষেত্র যোগীর আশ্রম
পারিবে কি লভিতে সে বল?

অর্জ্জু। কেমনে লভিনু তোমা লক্ষ বিদ্ধ করি
নারিল ভূলোক যাহা,
ন্যায় ব্রতি, ন্যায় পরায়ণ, নারায়ণ লভে কিসে,
কিসে পাণ্ডবের সখা শ্রীমধুসূধন;
প্রহ্লাদ চরিতে প্রিয়ে শুনিয়াছ ভাল,
শিশুমতি, কেমনি লভিল হরি বিপদবারণ।
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, কি জানে জগৎ
ধ্রুব কিসে দিগ্বীজয়ী,
উচ্চতম রাজ্যে রাজা রাজরাজেশ্বর।

দ্রৌপ। সুন্দর রচনা নাথ!
নারী আমি শুনিনু সুন্দর;
মন্দ পথে গ্রহচক্র তাই ডরে অবলার প্রাণ।

অর্জ্জু। যতনে যোগীশ-ধন লভে সাধুগণ,
যত্ন করি যোগ্য ফল লভিব সুন্দরী,

যাও, মঙ্গল কামনা কর পাণ্ডবের তরে,
পূজা কর ধর্ম্মরাজে মঙ্গল দেবতা।

দ্রোণ। রেখো মনে পাণ্ডব-দুর্গতি,
বনবাসি ধর্ম্মরাজ কৌরব পীড়নে,
দ্রৌপদীর দুঃখ, দুঃশাসন ওঃ! এখনো জিবীত!

[প্রস্থান।

অর্জ্জু। কতক্ষণ সহিব আর, কাঁদে প্রাণ অস্ত্র হেতু,
দ্রৌপদীর দুঃখে কাঁদে, অব্যর্থ সন্ধান
কোথা পাব! এই পথে যাই,——
প্রতিস্মৃতি মন্ত্র আছে পথের সম্বল।

[প্রস্থান।

অর্জ্জু। কে তোমরা সুধাকণ্ঠে সম্ভাস আমায়,
নাহি চাই স্বর্গবাস, স্বর্গসুখ ভোগ ;
ভিখারী অর্জ্জুন ভ্রমি বিজনে বিজনে,
অস্ত্র হেতু, যত্ন করি যোগ্য জনে
যোগ্যফলদাতা,
পূজা করি তোমা সবে,
মঙ্গল দায়িনী হও দীন পাণ্ডবের তরে।

অপ্সরাগণ। হ'ক কামনা সিদ্ধ বিজনে তোমার।

(তাপসবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। কে তুমি সুন্দর যুবা ধনু অস্ত্রধারী,
বীর-সাজ পুণ্যাচলে কেন ?—
তাপস-আশ্রমে কহ কিবা প্রয়োজন,
কার সনে বাদ, কে বাদী এমন ;
যোগ্য যোগীজন, দমিয়াছে দৃশ্যসুখ
চিরানন্দ লাভে;
চিরজিবী, নাচায় বিবাদ কারো সনে।

অর্জ্জু। আমিও নাচাই হেথা বাদ বিসম্বাদ ;
ধনুর্ধারী, ধর্ম্মদাস,—সামর্থ-বিহীন
পার্থ নামে পরিচিত।
গত ধন, গত রাজ্য, হস্তিনা-সম্পদ,
বনবাসী পঞ্চ ভাই ভ্রমি বিজনে বিজনে,
বিপক্ষ কৌরবপক্ষ
কৃত কল্পে চায় সদা পাণ্ডব নিধন।

বাঞ্ছা করি অস্ত্র দেব,
অস্ত্র হেতু দূরবাসী বান্ধব-বিহীন,
হের দুঃখে দীন-গতি,
পাণ্ডবের দীন-গতি কি আর কহিব।

ইন্দ্র। এ যে যোগীর আশ্রম-গিরি,
হেথা নাহি রণ-গুরু,
তাপসে কি জানে কভু সমর সন্ধান;
দিব্য-গতি চাও যদি এসো মম সনে,
অদূরে সন্ন্যাসক্ষেত্র,—তুহিন শিখর,
দিব্যস্থান সমাধী কারণ।

অর্জ্জু। পাণ্ডবের দীন গতি অস্ত্র হেতু দেব!

ইন্দ্র। অবাধ্য পাণ্ডব, কেন চাও অস্ত্রবল,
বিকল করিতে বাঞ্ছা দিব্য তনু রণে!
বিপক্ষ করিবে জয়,
স্বপক্ষ দেবতা রাখ মঙ্গল-নায়ক,
তবে, ত্রিলোক জিনিবে বীর নিরস্ত্র যখন।
বর মাগ, আমি পুরন্দর;
ত্যজ ধনু, ত্যজ বীরবেশ,
দেবত্ব লভিয়া চল অমর নিলয়
যথা সুখ শান্তি চিরদিন।

অর্জ্জু। কাজ কি দেবত্বে দেব, কাজ কি সে সুখ,
পাইনু পরম গুরু দেবেন্দ্র সাক্ষাৎ—
স্বর্গ সুখ সম্মুখে আমার;
প্রসন্ন হইলে যদি পরম দেবতা,

অনিদ্রায়, অনাহারে, ন্যায় ব্রতি করে তপ,
উগ্রতর তপ,—
তথাপি সদয় নহ একি সদা শিব!
রটিবে ত্রিলোকে এবে,
ঈশান পাষাণময় পতিতপাবন!

হর। রটিয়াছে বহুকাল ঈশানী পাষাণী
রাঘবে ছলিলে যবে নীলপদ্ম হরি,
কাঁদালে ভকতে কত পড়ে কি তা মনে?
আমায়ও কাঁদালে সতি দক্ষালয়ে যবে!

নন্দি। আমি কি কেঁদেছি কম,
ওমা তারা ভুলিলে সে সব,
এখনো হৃদয়ে আছে পুরাতন গাঁথা,
"কেঁদে নন্দি বলে মা কোথা গেল।"

হর। যাও নন্দি! যাও বৎস!
জাগাও প্রমথগণে,
বল সবে সাজিতে সত্বর,
ভকত সমরে যাব হিমাচলে আজি।

নন্দি। যে আজ্ঞে ঠাকুর! যাই আজ্ঞাধিন দাস,
কিন্তু কথা রহিল যে মনে,
বলিতে দিলে না সব এমন সুযোগে।

[প্রস্থান।

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

যোগীয়া—তৃতাল।

শিব শিব সংহার কারণ।
ভূতেশ যোগেশ জীব-তারণ ॥
তপ জপ সত্য রজ তমগুণময়,
দমন পালন পিত, মিত মৃত্যুঞ্জয়,
সদয় নিদয় বিধি দেব পঞ্চানন ॥

নার। একি তাত!
একি লীলা লীলাময়
নেহারি নূতন আজি!
বিষন্ন প্রসন্ন-দেব কৈলাসে এখন?
কিম্বা আমি ক্ষুণ্ণ-প্রাণে হেরি ক্ষুণ্ণ সব!

হর। নারদের ক্ষুণ্ণ-প্রাণ এও যে নূতন!

নার। সকলি নূতন আজি,
স্বর্গে স্বর্গ-বাসী ক্ষুণ্ণ, ক্ষুণ্ণ সচীপতি,
ইন্দ্রালয়ে অপ্সরার নাহি নৃত্য গীত,
নন্দন নিরব দেব! কি আর কহিব!

হর। কি হেতু এ নিরানন্দ আনন্দভবনে!

নার। কি আছে ত্রিলোকে দেব! তব অগোচর,
বিশ্বনাথ বিশ্ব প্রতি হের একবার,
হের হিমাচল পানে,
হিম-পুঞ্জে পাণ্ডু-সুত,

পরম ভকত তব পার্থ মতিমান,
করিছে কঠিন কার্য্য তেজোময় সাধু;
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল কাঁপিছে অর্জ্জুন তপে,
নারদ বিষন্ন, দেব! ছোট নহে কাজ।

হর। যাও বৎস! জানি তা সকল;
কহ গিয়ে সুরলোকে, যে থানে যে ক্ষুব্ধ,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে তব গতিবিধি,
প্রসন্ন, প্রস্তুত শিব,
এখনি দানিব বর ভকত অর্জ্জুনে।

নার। এখনি দানিবে বর?
সাক্ষ মা ভবানি,
ভোলা, ভুলে যায় পাছে।

[নারদের প্রস্থান।

পার্ব্ব। চল নাথ! চল ত্বরা হিমাদ্রি শিখর,
দেখিগে অর্জ্জুন-ঋষি ভকত প্রধান;
দিগম্বর! কি হেতু বিলম্ব আর?

হর। বিলম্ব কি আর,
বীর্য্যবান পার্থে আমি ছলিব ক্ষণেক,
যাবে যদি, ধর তবে কিরাতীর বেশ,
অস্ত্র খেলা খেলি আজি ভকতের সনে।

পার্ব্ব। আশুতোষ!
এখনো সন্তোষ লাভ হয়নি তোমার?
সৃষ্টি যায়, প্রলয় নিকট,—

ক্ষম মোরে, ত্যজ নাথ কুটিল কামনা।

হর। মহামায়া! কি শিখাও মোরে,
দশমহাবিদ্যারূপ কি লাগি ভবানি?
ভোলা ভুলে নাই সব।

পার্ব্ব। নারী আমি নারিনু কথায়
চল তবে যথা অভিরুচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুচ্‌নিপাড়া।

নন্দি ও কুচ্‌নিদ্বয়।

প্র, কু। হ্যারে নন্দি! ননদিরে কি দিয়েছিস্ বলে,
থেকে থেকে নেকী মাগি উঠ্‌ছে কেন জ্বলে?
শিব সঙ্গে ফিরি মোরা শিব গত প্রাণ।
জেনে শুনে বুড়ো কেন করাস্ অপমান?

নন্দি। যখন তখন শিব সঙ্গে রঙ্গ ভাল নয়।
সেই হেতু কুঁজি তোমা দেখায়েছি ভয়॥

প্র, কু। কোথা কুঁজ দেখ বুড়ো মুড়ো দি তোর মুখে।
ছোট মুখে বড় কথা ডর নাইকো বুকে?

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—হিমালয়গিরি।

হিমপুঞ্জে অর্জ্জুনের স্তব।

কোথায় প্রসন্নময় দেব ত্রিলোচন।
ত্রিলোক আলোক নাথ! ত্রিতাপনাশন॥
অনন্ত অনাথবন্ধু অগতির গতি।
দিগম্বর! দেহি বর পিত পশুপতি॥
পঞ্চানন পরমেশ পতিতপাবন।
আনন্দে আনন্দময় ভকতজীবন॥
ক্ষুদ্র ক্ষীণ দীন জীব, ডাকে কোথা সদাশিব,
দেখা দাও, দেখা দাও পার্ব্বতিমোহন।
কত দিন প্রেমনিধি রাখিবে গোপন॥
এই প্রাণে প্রেম চায়, এই প্রাণে প্রেম পায়,
ভকতের প্রাণ কিনা ভকতে তা জানে।
বিলম্বে মনের গাঁথা যাবে প্রাণে প্রাণে।
কোথায় করুণাময়, কাতরে দেহি অভয়,
জাগ নাথ! যত্ন করে অযোগ্যমানব।
দীনতার দীনাঞ্জলী বিনা কি সম্ভব॥

নেপথ্যে—এই পথে, এই পথে——

অর্জ্জু। কি শুনি অদূরে! হেথা যোগীর আশ্রম,
বীর নাদে কে হেন কুজন!
পুণ্য হিমগিরি, নিরব প্রদেশ,
হিংসা দ্বেষ না জানে তাপস,
কে চায় বিবাদ তবে!
বাঞ্ছা করি দেখিবারে,
যদি দেখা পাই
শিখাই সমরনিতী যা জানি বিশেষ।
সম্মুখে আসিছে বেগে দুরন্ত বরাহ!
অবশ্য পশ্চাতে কেহ আছে অস্ত্রধারী
হানি শর, হিংস্রক পশু।

(বরাহ লক্ষ করিয়া অর্জ্জুনের বাণ যোজন)

নেপথ্যে—বরাহে না মার বাণ ব্রহ্মচারী তুমি।
অর্জ্জু। হিংস্রক পশু, ক্ষতি কিবা তায়?—

কিরাত বেশে মহাদেব, পশ্চাতে কিরাতী বেশে
মহাদেবী, নন্দি ও অনুচরগণ।

মহা। কে তুমি সুন্দর সাজে, কি নাম তোমার?
কোথা বাস, কত দিন হিমাচল-বাসী,
জঘন্য মানবকার্য্য শিখিয়াছ ভাল,
আর কি শিখিবে সাধু ভণ্ড যোগযাগে,
পণ্ডশ্রম কেন অকারণ?
অর্জ্জু। একি রিতী কুরিতী তোমার,
সম্ভাসি উত্তম ভাষে চাহি পরিচয়॥

নিন্দ শেসে কোন্ অপরাধে ?
অর্জ্জুন, পাণ্ডব দাস নহি ভণ্ড আমি,
ক্ষত্রিয়ের প্রিয় কাজে আছি গিরিবাসে
সাধু-মন সাধু-মন চায়।
ভণ্ডযোগ পণ্ডশ্রম কহ কোন্ যোগে,
জঘন্য মানব কার্য্য কি দেখ আমার।

মহা। স্বীকার করহ কথা ;
আমার শীকারে তুমি হয়েছ তো হন্তা
হানি শর বরাহ উপর।
যারে আমি অনুসারি শ্রান্ত কলেবর,
দেখিলে স্বচক্ষে, তবে কেন এ গরিমা
কত বল ধানুকী তোমার ?

অর্জ্জু। উত্তম আলাপি তুমি,
নীচ জাতি শিক্ষা সেই মত,
বন্যপশু হেরি আমি করিনু সন্ধান
ক্ষতি কি তোমার তায় ?
ভাল, যদি পশু হয় তোমারি শীকার
লভ তারে এই পথে যাও ?

মহা। তাচ্ছল্য আমায়, নহি সামান্য কিরাত,
হিমালয় গিরি সব মম অধিকারে,
একেলা মৃগয়া করি একা অস্ত্রধারী
ধনুধারী কে আছে বা আর,
বাঞ্ছা করি রণ,
ধনুধারী দেখি তোমা মম অধিকারে।

অর্জ্জু। সুন্দর আলাপ;
বাঞ্ছ রণ মম সনে?
এরুচি তোমার ভাল;
কিন্তু কহ, কোন্ উচ্চতম কাযে
সাজাইবে পুণ্যগিরি শোণিতে তোমার!
গিরিবাসী কেন এ বাসনা?

মহা। এত দম্ভ অস্ত্রধারী, পরাজিবে মম বল?
দুর্ব্বল ধনুক ধ'রে, এতই গরিমা
দেহ রণ, প্রকাশ বিক্রম?

অর্জ্জু। না সয় বিলম্ব তব হেরিতে শমন,
হের এই ক্ষুদ্র ধনু,
দুর্ব্বল কহিলে যারে,
গাণ্ডীব ইহার নাম;
ক্ষুদ্র গুটি বাণ মাত্র পথের সম্বল;
গিরিবাসী, পুনঃ কহি ত্যজ রণ-সাধ।

মহা। ত্রাসে তাচ্ছল্য কর কিম্বা আছে বলে,
না সয় বিলম্ব,—দেহ রণ আশু,
আশু লভ যোগ্য প্রতিফল।

(শূন্যে ইন্দ্রাদি দেবতার আবির্ভাব।)

অর্জ্জু। নিতান্ত কৃতান্ত মুখে যাবে নিচাশয়,
নীচ তুমি না মান বারণ;
ভাল, দেখি ক্ষণেক কৌতুক,
নিবার সন্ধান এই অগ্নিময় চাপ।

নন্দি। ওদিকে যে বাবার করে পরাণ ধুক্ ধুক্!
বাহবা এবার বটে, বাবা যে তেড়ে ওঠে,
মার তেগে নাক্ দাড়িতে কিল,
লেগে যাক্ বেটার দাঁতে দাঁতে খিল্।

মহা। ব্রহ্মচারী! প্রহারি তোমায়,
আর কতক্ষণ সবে?

(মহাদেবের প্রহারে অর্জ্জুনের পুনর্মূর্চ্ছা।)

অর্জ্জু। (চৈতন্য) অপূর্ব্ব সমর,
নারিনু সহিতে আর,
দেখিব আবার,
অগ্রে পূজি ইষ্টদেবে, রচি শিব লিঙ্গ;
বিশ্রাম করহ ক্ষণ,
বীর তুমি, মিলিব ত্বরায়।

(অর্জ্জুনের শিব পূজা ও স্তব।)

নমস্তে ভৈরব ভীম ভব ভুতবর।
নমস্তে নগেন্দ্রনাথ শিব শক্তিধর॥
পঞ্চভূত পঞ্চানন পিত পশুপতি।
সত্য, রজঃ, তমোময় অগতিরগতি॥
বল দেহি বলদেব বিনাশি বিপক্ষ।
রক্ষ রক্ষ রমাপতি রক্ষ রক্ষ রক্ষ॥

(অর্জ্জুনের পুষ্পাঞ্জলি ও পত্রমালা
কিরাতাঙ্গে শোভিত দেখিয়া।)

অর্জ্জু। একি! একি! কারে আমি করিনু প্রহার!
এই তো আমার সেই সর্ব্বমূলাধার॥
ক্ষম নাথ! নিজ গুণে অধম-তারণ।
করেছি কুকাজ পিতঃ না জানি কারণ॥
প্রহারিনু পরমাঙ্গে কটু ভাষে ভাষি।
পাণ্ডবে পশিল হায়! মহা পাপ রাশি!
প্রসন্ন পরম দেব পতিত পাবন।
গতিং দেহি গঙ্গাধর দেব ত্রিলোচন॥

(মহাদেবের পাদপদ্মে অর্জ্জুনের পতন।)

মহা। উঠ, উঠ ধনঞ্জয় সম শক্তিধর তুমি,
দেবাসুরে নাহি দেখি তুল্য বলবান।
দিব্য চক্ষু লও, লভ দৃষ্টি মনোহর।

(অর্জ্জুনের হর-পার্ব্বতী দর্শন।)

[প্রমথগণের নৃত্য গীত ও ইন্দ্রাদি দেবতা-
কর্ত্তৃক পুষ্প বরিষণ।]

নটনারায়ণ—কাহ্‌ারবা।

শিব শঙ্কর বোম্‌ বোম্‌ বোম্‌ বোম্‌ ভোলা।
ফণি ধর হর, ফণি পর মালা॥
ভষম ভূষণ, সাজে ভাল ত্রিলোচন,
ডম্বুর ডিমি বাজে, শিঙ্গা শিব বোলা॥

অর্জ্জু। (করযোড়ে) জয় প্রভু সদাশিব,
ত্রিলোক পালন জীব,
ত্রিনেত্র তৃতাপ হর দেব ত্রিলোচন।
শক্তিধর শান্তিময় সত্য সনাতন॥
দক্ষ যজ্ঞ নাশকারী, ত্রিবিক্রম ত্রিপুরারী,
নমো বিষ্ণু রূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বর্গ ফল দাতা॥
অজ্ঞানে করিনু পাপ, বার নাথ মনস্তাপ,
পদাশ্রয় দেহ প্রভু পতিত পাবন।
প্রসন্ন, প্রসন্নময় ভকত-জীবন!

মহা। প্রীত আমি মাগ বর যেবা লয় মনে,
ধর বীর আপন গাণ্ডীব;
তোমা বিনা শক্তি কার ধরে এ ধনুক,
যোগমায়া বলে মাত্র হরিনু ক্ষণেক।
নহ তুমি সামান্য মানব,
হৃষিকেশ সহ বীর নরঋষি রূপে,
উগ্রতপে উদিলে সংসারে,
এবে সংহার করহ শক্র দিব্য অস্ত্র লভি।

অর্জ্জু। (করযোড়ে) ভগবান!
যদি এ কল্যাণ দীনে,
সদয় হইলে প্রভু,
দেহ দাসে পাশুপত শর;
ভূলোকের কার্য্য সাধি তব কৃপা বলে!

মহা। যোগ্য তুমি, মন্ত্র সহ লভ যোগ্য বাণ,

মূর্ত্তিমান আপনি এ শর,
ত্রিলোক না পায় অস্ত্র,
আছে মম পাশ সৃষ্টি সংহার কারণ ;
এবে তোমায় অর্পিনু—ধর—সাধ দেব কার্য্য ॥

(অস্ত্রদান।)

অর্জ্জু। কুরুক্ষেত্র রণ মাঝে সদয় হইও প্রভু,
পাণ্ডবের পক্ষে।

মহা। তথা সখা যদুপতি,—
হরি, হর একাত্মা,
ভাল, তব ইচ্ছা মত মিলিব তখন।

(হর-পার্ব্বতীর অন্তর্ধ্যান।)

অর্জ্জু। ইচ্ছাময় প্রসন্ন দেবতা।

(প্রমথগণের নৃত্য গীত ও ইন্দ্রাদি দেবতা-
কর্ত্তৃক পুনঃ পুষ্প বরিষণ।)
শিব শঙ্কর বোম্ বোম্—ইত্যাদি।

[প্রস্থান ॥

(যমের প্রবেশ)

যম। শুন পার্থ মতিমান,
জন্ম তব শত্রু নিবারণে ;
ত্রিলোক জিনিবে বীর অস্ত্রের প্রভাবে ;
ধর এই দণ্ড বল অব্যর্থ সন্ধান।

তব শত্রু কর্ণ বীরে করিবে সংহার
স্বহস্তে, কৌরব রণে তুমি ধনুর্দ্ধর।

[অস্ত্রদান ও প্রস্থান।

(বরুণের প্রবেশ।)

বরুণ। প্রসন্ন হইনু পার্থ ধর মম পাশ,
বরুণের পাশ অস্ত্রে শমন ডরায়।

[অস্ত্রদান ও প্রস্থান।

(কুবেরের প্রবেশ।)

কুবের। যম, বরুণের অস্ত্র লভিলে ধানুকী,
এবে লভ, অন্তর্ধ্যান বাণ মম অন্তরীক্ষে ধায়,
এই অস্ত্রে শূলপাণি,
সংহারে ত্রিপুরাসুর দুর্জ্জয় দানব।

[অস্ত্রদান ও প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। ধন্য পুত্র ধন্য ধনুর্দ্ধর,
লভিয়াছ তিন অস্ত্র যোগ্য শরাসন;
অসুর সংহার বাণ দিব দিব্য যত,
এখনি পাঠাব রথ, মাতুলি সহিত
স্বর্গে এসো,
স্বর্গপুরে পূর্ণ হবে তব প্রয়োজন।

[প্রস্থান।

অর্জ্জু। অন্তরীক্ষে দেবগণ যে আছ যেথানে,
প্রণমি, প্রসন্ন হও ক্ষমি অপরাধ।

নেপথ্যে— সিদ্ধ কাম সিদ্ধ বীর তুমি।

(দেবরথ সহ মাতুলির অবতরণ।)

মাতু। দেবেন্দ্র প্রেরিত আমি মাতুলি কিঙ্কর,
দেবরাজ বাঞ্ছে তব হেরিতে বারেক।
অপেক্ষায় আছে যত অমর মণ্ডলি,
চল বীর দেবের সমাজ।

অর্জ্জু। চল যাই, ধন্য আমি সফল জীবন।

[উভয়ের রথারোহণ ও প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অমরাবতী—ইন্দ্রসভা।

ইন্দ্রাদি দেবতা আসীন।

(মাতুলি সহ অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (আলিঙ্গন করতঃ) এসো বৎস্য গুণধর,
যোগ্য তুমি যোগ্যাসন লভ।

(অর্জ্জুনের আসন গ্রহণ।)

(চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।)

চিত্র। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা আসিবে এখনি,
রাজা তব আজ্ঞা মত।

ইন্দ্র। ভাল মন্ত্রি তুমি,
বাদ্য যন্ত্রে কর মনোযোগ,

(উর্ব্বশী প্রভৃতির গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

চিত্রা গৌরী—খ্যাম্‌টা।

চির সোহাগী লো, চারুহাসি এলো।
রঙ্গ-রস-কলি বিকাসে লো।
পরশ রতন, পরশে মন,
লাজ নিবারে রে;
আশা-সমীর আসিছে ধীরে ধীরে;
নূতন সোহাগ, নব অনুরাগ,
জাগে যাচে হাসি বিলাসীলো।

উর্ব্ব। আমি কি আমার নহি নয়ন কি চায় লো!

মেন। নবীন নয়নে নবীন ছবি, দেখ দেখ দেখ সৈ লো।

মিশ্র খাম্বাজ—তৃতাল।

পরে মন দিলে পরে,
আপন পরে যায়না যানা।
পরে পরে প্রেমের কথা,

মনের কথা মন বোঝে না
পারিজাতে ভালবাসি,
পারি যা'তে দেখ্‌বো হাসি,
নয়নে ফাঁদ পাতা যার,
চিকণ হাসি চিন্‌লে কেনা।

ইন্দ্র। উর্ব্বশী উত্তম গায়, রম্ভা রঙ্গ জানে,
মেনকার মুখে হাসি গাঁথা প্রাণে প্রাণে।
ভাল, সবে বিশ্রাম করহ ক্ষণ।

উর্ব্ব। শ্রমদূর মাধুরী নেহারি রাজা
দেব নিকেতনে;
তবু পালি সুরপতি অনুমতি তব।

(যথা স্থানে সকলের উপবেশন।)

(হাহা ও হুহু উভয় গন্ধর্ব্বের প্রবেশ)

হাহা। আপ্তসারে চেয়ে চল্‌,
কেন করিস্‌ টল্‌ মল্‌,
বন্দি চল দেবেন্দ্র চরণ।

হুহু। দোষ করেছি মনে আছে,
এগোনা যাই পাছে পাছে,
বজ্রাঘাতে হবে তোর মরণ।

হাহা। নিয়ে দুটো কাটা কাণ,
কেন এত প্রাণের টান?

হুহু। কেন করিস্‌ ভ্যান্‌ ভ্যান্‌

কাণের কথা যদি কেউ শোনে,

আত্মবিচ্ছেদ হবে ভাই এখনি দুজনে।

ইন্দ্র। কি কর বিবাদ দোঁহে

আনন্দে মাতাও সবে আনন্দ ভবন।

হুহু। যে আজ্ঞে।

উঠ, মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা,

হাস কেন সবে?

উর্ব্ব। কাটা কাণ ঢাকা রাখ, তাই হাসি পায়।

হুহু। দেখ দেখি এতে কি বল্‌তে ইচ্ছে যায়?

উর্ব্বশী প্রভৃতির নৃত্য গীত।

মিশ্র খাম্বাজ—ঠুংরি।

চিত চমকে আঁখি চাঁদ হেরিতে চায়।

কোথা চাঁদ চিকণ, কোথা মন নয়ন ধায়॥

স্বরগ সুখ সোহাগে, নবরাগ নিতি জাগে,

আজি কেন অনুরাগে, অনুরাগী পায় পায়॥

ইন্দ্র। যাও সবে,

নন্দনে দেখিব পুনঃ সময়ে আবার।

সিন্ধুখাম্বাজ—তৃতাল।

চল গাঁথিগে পারিজাত হার।

চিকণ চারু গাঁথা দিব উপহার॥

যারে হেরে ওলো প্রাণ হারেরে
হারাইব ফুল হারে,
ফুল শরে ফুল ভরে করিব রাস বিহার ॥

(অপ্সরাত্রয় ও হাহা হুহুর প্রস্থান।)

ইন্দ্র। চিত্রসেন!
লয়ে যাও বৎসে এবে বিশ্রাম নিবাসে।

অর্জ্জু। শান্তিধামে নাহি শ্রান্তি দেব!
ধন্য আমি,
ধরিনু দুর্ল্লভ দেহ প্রসাদে তোমার;
নরচক্ষে সুরলোক হেরিনু রাজন!

ইন্দ্র। পাণ্ডব গৌরব তুমি পুত্র গুণধর,
কির্ত্তী তব ঘুষিবে সংসার।

অর্জ্জু। কৃপাময় কৃপাকরি পুরাও কামনা,
বহু দিন দূরবাসী,
কাঁদিছেন ধর্ম্মরাজ চেয়ে পথপানে।

ইন্দ্র। সুখে নিশি বঞ্চ আজি,
প্রভাতে অর্পিব তোমা যোগ্য দেব-বল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

দৃশ্য—অর্জ্জুনের শয়ন কক্ষ।

দ্বারপাল ও উর্ব্বশী।

উর্ব্ব। ছাড় দ্বার, ভেটিব অর্জ্জুনে।

দ্বার। কে তুমি মোহিনীবেশে কি নাম তোমার,
প্রয়োজন কহ, কিবা জানাব রাজায়?
আজ্ঞা বিনা না ছাড়িব দ্বার।

উর্ব্ব। শীঘ্র যাও, কহ বীরে
উর্ব্বশী আমার নাম;
প্রয়োজন সাক্ষাতে জানাব।

দ্বার। অপেক্ষায় রহ হেথা,
যতক্ষণ নাহি আসি ফিরে।
(স্বগতঃ) কোন্ ঠাকুরের ধন!
দেখে টলে মুনি জনার মন
আমি কোন্ ছার।

[প্রস্থান।

উর্ব্ব। চপল অন্তরে সদা চপলা খেলিছে!
আশামেঘ—ঘন ঘোর ঘটা,—
চাতক চাতকী চায়,

বিন্দু মাগে সিন্ধু নীরে না যায় কখন ;
আমার সে সিন্ধু-লাভ হবে কিরে মন !
একি ! কেন তিমির যামিনী আসি আঁধারি অন্তর,
আঁধারিল চপলা বিকাস !
কোথা যায় আশা-মেঘ,—
মন্দ বায়ু কেন অকস্মাৎ !
রে মন ! হয়োনা অধীর,
চিন্তার চপল গতি রয় কতক্ষণ,
এখনি মিলিব যথা অর্জ্জুন বিলাসী।

(দ্বারোদ্ঘাটন করতঃ অর্জ্জুনের
প্রবেশ।)

অর্জ্জু। একি ! উর্ব্বশী এখানে,
নিশাকালে কি হেতু সুন্দরী,
কহ কোন্ কার্য্য সাধিব তোমার ?
উর্ব্ব। বীরের কর্ত্তব্য কাজ যাচিনা বীরেন্দ্র,
যাচিমাত্র সেবিতে চরণ।
অর্জ্জু। একি কথা ! কেন এ ছলনা দাসে।
উর্ব্ব। দাসী আমি,
যবে প্রেম নেত্রে হেরিলে সভায় মোরে,
হরিলে জীবন মন,
সমর্পণ করেছি সকল ;
বিশেষ দেবেন্দ্র আজ্ঞা,
আজিকার নিশি রাজা সেবিব তোমায়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

———:*:———

দৃশ্য—ইন্দ্র সভা।

নেপথ্যে গীত—প্রভাতি দুন্দুভী।

ভৈঁরো—আড়াঠেকা।

জাগ সুরবাসি।
নিভিল আনন্দপুরে, নিশা রজতের হাসি ॥
প্রকৃতি মাধুরী পায়, বিহগে সুতান গায়,
নন্দনে আনন্দ মরি, পারিজাত রাশি রাশি ॥
কল কল মন্দাকিনী, ফুল্ল শোভে সরোজিনী,
শিশির সীমন্তে পরি, শ্যাম তরু সাজে;
কুসুমে সোহাগ হেরি, উঠ অমর বিলাসি ॥

(ইন্দ্র ও চিত্রসেনের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। কহ নট নিশির ঘটনা।

চিত্র। নিশির ঘটনা সার মাত্র আয়োজন,
না পুরিল আশা;
উর্ব্বশীর বেশ ভূষা বিরহ কারণ।

ইন্দ্র। সেকি! আনন্দে বিরহ!
কেন কহতো বিশেষ।

চিত্র। যাচিল আলাপ বালা করিল মিনতি কত,

কঠিন হৃদয় পার্থ না সম্ভাসি প্রেমে,
উর্ব্বশীরে কহিল জননী।
কহে কুরুবংশ প্রসবিলে
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি মম গুরুজন।

ইন্দ্র। ধন্য পাণ্ডব-গৌরব পুত্র বীর ধনঞ্জয়
কীর্ত্তি তব রবে চিরদিন।

চিত্র। কাঁদিল বিস্তর,
শেষে, চলে গেল সুরবালা
অভিশাপি বীরে।

ইন্দ্র। ওঃ আনন্দে প্রমাদ! কহ কিবা
শাঁপ দিল নটী নন্দনে আমার?

চিত্র। কঠিন! কঠিন কথা কি কব রাজন
ক্লীব কহি গেল বিরহিনী!

ইন্দ্র। অর্জ্জুনে ক্লীব শাঁপ!
অখণ্ড বিধির লিপি পাণ্ডবের ভালে!
অজ্ঞাত প্রবাস বাস বিরাট ভবনে।
এক বর্ষ ছদ্ম বেশ, কঠিন সংগ্রাম,
ক্লীব হবে আমার নন্দন!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জু। কহ তাত!
কত দিন দুঃখ আর পাণ্ডবের ভালে!
ভাগ্য দোষে বনচারী পঞ্চ ভাই
রাজার নন্দন—রাজ্য হত,
রাজ্যেশ্বর বিপিন নিবাসে।

কোথা সিংহাসন, হৈম ছত্রদণ্ড
পত্রাসন কাননে রাজার!
ধর্ম্মের দুর্গতি দেব! না পারি সহিতে,
বনে নারী রাজার নন্দিনী
পাণ্ডুকুল লক্ষ্মী কৃষ্ণা কেশবের সখী
রাজরাণী—ভিখারিনী এবে!
পড়ি কণ্টক কাননে পাণ্ডবের কণ্ঠ-হার,
মন দুঃখ রবে চির দিন!

ইন্দ্র। না হও বিকল বৎস্য!
সুপ্রদিন আসিবে ত্বরায়।
গ্রহ-চক্র মন্দ পথে,
দিন দিবে, দীনে দীননাথ।

অর্জ্জু। কঠিন করিনু তপ,
বঞ্চি নিতি বিজন শিখরে
অনাহারে, অনিদ্রায় অগ্নিরাশি মাঝে,
হিম-পুঞ্জে কভু, কভু সলিলে মগন;
শীর্ণকায়,
কায়মনে কৃত্তিবাসে করিনু যতন
যাগিল মহেশ,
বাঞ্ছা ফল অস্ত্র পাশুপত,
দেব শক্তি দানি শিব শান্ত কৈল মোরে।
শেষে দেবেন্দ্র আশ্বাসে,
অমর নিবাসে আসি অস্ত্র শিক্ষা হেতু,
স্বর্গ হেরি পূর্ব্ব পুণ্য ফলে,

কিন্তু হায়! না পোহাতে যামী,
কোথায় আনন্দ মম, কোথা স্বর্গসুখ,
শূন্য হেরি সুরনিকেতন,
স্বর্গবাসে সর্ব্বনাশ ফাল্গুনীর শিরে।
অধিক কি কব দেব! এছার জীবন,
কোন প্রয়োজনে আর,
ক্লীব আমি উর্ব্বশীর শাঁপে!

ইন্দ্র। শান্ত হও শক্তিধর
শিক্ষা দিন নিকট তোমার।
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি প্রথা চিরদিন;
এক বর্ষ ক্লীব রবে বিরাট ভবনে,
অজ্ঞাত আশ্রমে তব কর্ত্তব্য কঠিন,
পূর্ণ কাম হবে তথা বৃহন্নলা বেশে
রাজ্য পাবে, রাজ্যেশ্বর হইবে পাণ্ডব।
এবে চল দেব-শিক্ষা স্থলে;
দেব শক্তি দানিগে তোমায়।

অর্জ্জু। অভয় আশ্রয় দাতা দেব! বজ্রপতি,
মতি মন রয় চিরদিন;
হীন-বীর্য্যে পারি যেন চিনিতে চরণ,
আকিঞ্চন পুরাও দেবেশ।

ইন্দ্র। রঙ্গভূমি অদূরে কুমার,
এস তব ভ্রম দূর করিগে এখন,
নর-ঋষি পূর্ব্বভন তুমি।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

দৃশ্য—নন্দনকাননের সন্নিহিত রঙ্গভূমি।
(ইন্দ্র অর্জ্জুন দুইজন অপ্সর ও দুইজন
অপ্সরার প্রবেশ।)

ইন্দ্র। হের বৎস্য! দেব অগ্নি চাপ,
যোগ্য করে যোগ্য বাণ ধর শক্তিধর॥

অর্জ্জু। দেব শক্তি ধরি আজি বহু পুণ্য ফলে,
পুণ্যময় পরম দেবেশ!

ইন্দ্র। দুরন্ত নিবাত দৈত্য দেবতার অরি,
দেব-শান্তি করিছে হরণ,
সুর-পুরে রাখ বীর কীর্ত্তি চিরদিন,
কৃত্তিবাস রাখিল যেমতি
সংহারি ত্রিপুরাসুর দুর্জ্জয় দনব।
পূজ্য সুর-বল হের পুর্ণ তূণ
দানি তোমা দেব কার্য্য হেতু।

(অস্ত্র দান।)

অর্জ্জু। ধন্য আমি,
সফল জীবন মম নরদেহ ধরি
শিক্ষাদিন পূর্ণ এত দিনে,
কার্য্য-পথ হেরি পরিষ্কার।

অপর ও অপ্সরাগণের নৃত্য গীত।

ভৈরবী—ঠুংরি।

চাঁদ চিকণ মন চিকণ হায়রে।
চপল চঞ্চল যায় যায় যায়রে॥
জাগিল বাসনা, মাধুরী আনা গোনা,
মরমে মরমে ব্যথা পায় পায় পায় রে॥
সমীর সোহাগে, নব নব রাগে,
নবীন চকোর চকোরী চায়রে॥

(যবনিকা।)